দৈনিক খবর

তারিখ 20 OCT 1993
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

16

যায়। আধুনিক হিসেব মতে মৃতের এই সংখ্যা দেড় থেকে দুই কোটি। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসকে এই দুর্ভিক্ষের কথা জানানো সত্বেও সাম্রাজ্যবাদীদের রাজস্ব আদায় বন্ধ হয়নি বরং পূর্ববর্তী স্বাভাবিক বছরের তুলনায় রাজস্ব আদায় বেশী হয়েছিল। ১৮৬৬-৬৭ সালে উড়িষ্যা ও কলকাতা থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত দীর্ঘ পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলে এক মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং এতে বিপুল সংখ্যক লোকের প্রাণহানি ঘটে। এ ছাড়া ১৮৬৮-৬৯ সালে যুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও রাজস্থানে এবং ১৮৭৩ সালে বিহারের উত্তরাঞ্চলে স্থানীয়ভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আরেকবার ১৮৭৬ সালে মাদ্রাজ, মহীশূর, বোম্বাই ও উত্তর প্রদেশের বিপুল এলাকা জুড়ে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং এই দুর্ভিক্ষ প্রায় দুই বছর স্থায়ী হয়। তারপর ১৯৪৩ সালে বাংলায় স্মরণকালের মারাত্মক দুর্ভিক্ষে সরকারী মতে ১৫ লাখ লোকের প্রাণহানি ঘটে, যদিও আধুনিক হিসাব মতে এই সংখ্যা কমপক্ষে এক কোটি। এই দুর্ভিক্ষের জন্য যুদ্ধকে দায়ী করা হলেও মানুষের অবহেলাও এর জন্য কম দায়ী নয়। স্যার জন উডওয়ার্ডের দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন রিপোর্ট ১৯৪৫-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, "সমাজ ও তার অংগ সংগঠনগুলো সমাজেরই অপেক্ষাকৃত দুর্বল সদস্যদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সে সময় নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা এবং তার পাশাপাশি প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। তাছাড়া "কর্তৃপক্ষীয় মহলে অসচেতনতা ও সামগ্রিক দূরদর্শিতার অভাব" এর জন্য কম দায়ী ছিল না। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের বিখ্যাত 'দুর্ভিক্ষ নকশায়' সে সময়কার দুর্ভিক্ষ অবস্থার প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠেছে। সার্ক নামক সংগঠনের ছত্রছায়ায় বর্তমানে আমাদের অবস্থা কোথায়? অতীত দিনের সরকারগুলো সঙ্গতিহীন মাথাপিছু আয়ের অংক দেখিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করতো। সেদিন এখন গত। ১৯৯০ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী "মানব উন্নয়ন" ধারণা প্রবর্তন করে জাতীয় আয় পরমায়ু ও শিক্ষা সাফল্য সম্পর্কিত সূচকের সাহায্যে মানবিক অগ্রগতির একটি যৌগিক ফল দিতে পেরেছে, যার মাধ্যমে আমরা "জীবনের মান" সম্পর্কে একটা ধারণা পেতেপারি।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি) পরিবেশিত তালিকায় দেখা যায়, শ্রীলংকা বাদে সার্কভুক্ত সবক'টি দেশেই মানবিক উন্নয়নের নিম্নগতি (এইচডিআই ০·৫০০-এর নীচে) এবং নিম্ন আয় গ্রুপভুক্ত। (জিএনপি মাথাপিছু আয় ৫০০ ডলার বা তার নীচে)। তাছাড়া চারটি সদস্য দেশ বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অন্তর্ভুক্ত। মাঝে মধ্যে সংঘটিত ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানুষের ব্যর্থতার কারণে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের ফলে এই সব দেশে প্রাত্যহিক দারিদ্র্য অবস্থা লেগেই আছে। গত দু'শ' পঞ্চাশ বছরে সারা বিশ্বে ১৯টি ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে ১৩টিই বঙ্গোপসাগর থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং উপকূলীয় দেশগুলোর ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে। দারিদ্র্য নিরসন সম্পর্কে একটি নিরপেক্ষ দক্ষিণ এশীয় কমিশন গত মাসে দারিদ্র্য মোকাবেলায় দেশগুলোতে পৃথক পৃথকভাবে পরিচালিত একটি সমীক্ষায় উল্লেখ করেছেন যে, এই অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকের সংখ্যা ৪৫ কোটি অথবা এলাকার মোট ১০০ কোটি জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। এতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, এসব লোকের জন্য পর্যাপ্ত সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা ছাড়া শুধু কাঠামোগত পরিবর্তন কর্মসূচী গ্রহণ করা হলে তা ভয়ংকর বিপত্তির কারণ হবে, গণতন্ত্র হুমকির সম্মুখীন হবে এবং এটা মোকাবেলা করাও সম্ভব হবে না।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত বছর অক্টোবর মাসে রোমে অনুষ্ঠিত বিশ্ব খাদ্য দিবস সম্মেলনে, বক্তৃতাকালে এই কমিশনের রিপোর্ট কি হতে পারে তার প্রতি ইংগিত করেছেন। তিনি বিশ্ব সংস্থার ২০ বছরের পুরানো অঙ্গীকার, কোন শিশু ক্ষুধা পীড়িত থাকবে না। প্রসঙ্গের উল্লেখ করেন এবং পাশাপাশি আফ্রিকার সাবসাহারা এলাকায় ক্ষুধার্ত শিশু এবং দক্ষিণ এশিয়ার মায়ের কোলে রোগাক্রান্ত শিশুদের করুণ চিত্র তুলে ধরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি কিছু তথ্যের উল্লেখ করে আরও বলেন, "উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেসরকারীকরণ নীতি অনুসরণ করার সময় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কাঠামোগত বিন্যাস প্রবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়।" এ প্রসঙ্গে তিনি আরও উল্লেখ করেন, "কোন কোন সময় এ ধরনের উদ্যোগ এবং প্রাসংগিক বাজেট ঘাটতি দুঃসহ জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচীতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বহু উন্নয়নশীল দেশে দুর্যোগ কবলিত এলাকায় দরিদ্র জনগণের দৈনন্দিন জীবনে এ ধরনের অবস্থার মোকাবেলায় সরকারী সহযোগিতা দরকার এবং বেসরকারীকরণের নামে এসব কর্মসূচী বন্ধ করে দেয়া প্রয়োজন নেই।" এর আগে বেগম জিয়া গত বছর কলম্বোতে ৬ষ্ঠ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে বক্তৃতাকালে প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছিলেন। ছয় দশক আগে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের এ সম্পর্কে গৃহীত কর্মসূচীর অনুসরণ করে তিনি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ডাল-ভাত নিশ্চিত করার আহবান জানান, যে লক্ষ্য এখনো অর্জিত হয়নি। বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের আর কোন অঞ্চলে আমাদের মত এত জনবসতি নেই। দারিদ্র্য সমাজ ব্যবস্থাকে বিপন্ন করে তুলছে- আমরা দরিদ্র জনগণের পুষ্টি, বস্ত্র, আশ্রয়, স্বাস্থ্য, পরিকল্পনা ও প্রাথমিক শিক্ষার মত মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করতে অবশ্যই সক্ষম হব।" তিনি দুস্থ মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান কার্যক্রমে বিনা জামানতে ঋণ ও পুঁজি সরবরাহকারী 'গ্রামীণ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনমুখী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার দেশের লব্ধ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার দিকে ইংগিত করেন। প্রেসিডেন্ট প্রেমাদাসা দুর্ভিক্ষ দূরীকরণ এবং গ্রাম পুনঃ জাগরণ-এর মত কর্মসূচী থেকে প্রাপ্ত শ্রীলংকার অভিজ্ঞতা বিনিময়ের প্রস্তাব করেন। 'দুর্ভিক্ষ দূরীকরণ' কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থ ও দিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে তাদের দুই বছর সময়সীমার মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে তুলনামূলকভাবে সামর্থ্য করে তোলা। এসব কর্মসূচী থেকে রাজনৈতিক সুবিধা হাসিলের সম্ভাবনা উল্লেখ করাও বোধ হয় অপ্রাসংগিক হবে না। মিসেস ইন্দিরা গান্ধী তাঁর 'গরীবী হটাও' নির্বাচনী শ্লোগান দিয়ে ১৯৮০ সালের নির্বাচনে নিরংকুশ বিজয় লাভ করে ক্ষমতায় ফিরে গিয়েছিলো। জুলফিকার আলী ভুট্টো রুটি, কাপড় ও বাসস্থানের শ্লোগান দিয়ে ১৯৭১ সালের পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার ক্ষত কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সুতরাং সার্ক নেতৃবৃন্দকে সার্কভুক্ত দেশসমূহে সর্বগ্রাসী ক্ষুধার অভিন্ন হুমকির কথা মনে রেখেই বাকপটুতা পরিহার করে নিজ নিজ দেশের অর্জিত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মূল সমস্যার বিরুদ্ধে সমন্বিত আঞ্চলিক কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সাদ্দাম হোসেনের উদ্ধৃতিকে সামান্য একটু পরিবর্তন করে এই যুদ্ধসমূহের জননীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সার্কভুক্ত দেশগুলোর জাতীয় নেতৃবৃন্দের ব্যবহারের ওপর প্রভাব ফেলবে, যা দ্বিপাক্ষিক অন্যান্য সমস্যার ক্ষেত্রে জট নিরসনে সহায়ক হতে পারে। যাহোক, এই কর্মসূচীকে ধারণ করে নতুন গণতান্ত্রিক দক্ষিণ এশিয়ার নেতৃবৃন্দ বিশ্বব্যাপী তাদের গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের পাশাপাশি দাতাদেশগুলোর বিশ্বাসভাজন হতে পারবে যে, তারা তাদের জনগণের মৌলিক ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্টের নির্বাচনী প্রচারণাকালে গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্ভাবককে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করার ঘটনাও কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। এই ঘটনা সমস্যা জর্জরিত উন্নয়নশীল বিশ্বে দারিদ্র্যই যে মূল সমস্যা তার প্রতি বিল ক্লিনটনের স্বীকৃতি প্রমাণ করে। অজ্ঞানতা সমস্যার তিমিরে আচ্ছন্ন বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশ জনগণের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আমাদের একক ও যৌথ প্রচেষ্টার প্রতি বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তির অব্যাহত সমর্থনদানের বিষয়ও এতে প্রমাণিত হয়।